বাংলাদেশ ২০১৮ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা রিপোর্ট

সারসংক্ষেপ

সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে মনোনীত করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি সমুন্নত রাখা হয়েছে। এতে ধর্মীয় বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সকল ধর্মকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। জঙ্গিবাদের প্রতি সমর্থন প্রতিরোধের প্রচেষ্টা হিসেবে সরকার সারা দেশে ইমামদেরকে তাদের খুতবায় কিছু বিষয় তুলে ধরার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং কোন মসজিদে উষ্কানীমূলক বক্তব্য দেয়া হয় কিনা সে বিষয়ে নজর রেখেছে। মার্চে পুলিশ ২০১৬ সালে ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারির হত্যাকাণ্ড নিয়ে মামলার তদন্ত শেষ করে বিচারের জন্য অভিযোগপত্র দিয়েছে। ওই ঘটনায় নিহত ২২ জনের বেশিরভাগ অমুসলিম। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম বছরের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। ৩০ মার্চ জামালপুর জেলায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় ৮০ জন সশস্ত্র সদস্যকে নিয়ে একটি আহমদিয়া মসজিদে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর হামলা করে। এতে ২২ জন আহমদিয়া আহত হন। সরকারের নির্দেশ লঙ্ঘন করে প্রায়ই স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মিলে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নেতারা অনুমিত "নৈতিক অপরাধের" জন্য মানুষজনকে শাস্তি দিতে বিচারবহির্ভূত ফতোয়া ব্যবহার করে, এদের বেশিরভাগ শিকার হন নারীরা। এপ্রিলে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় মাদ্রাসা নির্মাণের প্রকল্পে জন্য প্রায় ৭৬ বিলিয়ন টাকা (৯০৪.৭৬ মিলিয়ন ডলার) তহবিল প্রদানের কথা ঘোষণা করে সরকার। বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা ও সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয় এটা ছিলো নির্বাচনী বছরে ভোটারদের প্রভাবিত করতে ধর্মকে ব্যবহারে সরকারের একটি রাজনৈতিক কৌশল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টানদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য, যারা অনেক সময় জাতিগত সংখ্যালঘু, তারা জানান যে ভূমি মালিকানা বিরোধের কারণে সৃষ্ট বলপূর্বক উচ্ছেদ ও ভূমি অধিগ্রহণ ঠেকানোর ক্ষেত্রে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। সরকার সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এমন ধর্মীয় স্থান, উৎসব ও আয়োজন স্থলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন অব্যাহত রেখেছে।

জুনে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা স্বঘোষিত সেক্যুলার লেখক ও এক্টিভিস্ট শাহজাহান বাচ্চুকে হত্যা করে। নিরাপত্তা বাহিনী জানায়, সেক্যুলার বিশ্বাস ও লেখার জন্য পরিচিত এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক নেতা বাচ্চু 'ইসলাম অবমাননা' করার কারণে আল-কায়দা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইস)'র সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা তাকে হত্যার জন্য দায়ি হয়ে থাকতে পারে। মার্চে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলায় এক হিন্দু পুরোহিতকে হত্যা করে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়,

হিন্দু-বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা ওই পুরোহিতকে হত্যা করে থাকতে পারে বলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্দেহ করছে। ফেব্রুয়ারিতে ভাটারা এলাকায় প্রায় ৩০ জন মুসলমান একটি খ্রিস্টান বাড়িতে হামলা চালিয়ে পরিবারের তিন সদস্যকে আহত করে। এ ব্যাপারে বছরের শেষ পর্যন্ত পুলিশি তদন্ত অব্যাহত ছিলো। মানবাধিকার সংস্থা অধিকার বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের উপর সহিংস হামলার কারণে একজন নিহত এবং আহত হয়েছে এমন ৩৪টি ঘটনা নথিবদ্ধ করেছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ও প্রকাশ্য বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক এ্যাম্বাসেডর এট লার্জ, বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের অন্য প্রতিনিধিরা ধর্মের নামে সহিংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গ্রুপগুলোর অধিকার সমুন্নত রাখা এবং সহিষ্ণুতার পরিবেশের উন্নতির জন্য সরকারকে উৎসাহিত করেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং ধর্ম, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ও সহিংস চরমপন্থার মধ্যে সংযোগ খতিয়ে দেখতে রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাস স্টাফরা স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্য, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বার্মা থেকে পালিয়ে আসা মূলত জাতিগত রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৩৪৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি দিয়েছে।

অধ্যায় ১: জনসংখ্যা ধর্মভিত্তিক বিভাজন

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হিসাব মতে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫৯.৫ মিলিয়ন (জুলাই ২০১৮'র হিসাব), ২০১৩ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, মোট জনসংখ্যার ৮৯ শতাংশ সুন্নি মুসলমান, এবং হিন্দু ১০ শতাংশ। জনসংখ্যার বাকি অংশ মূলত খ্রিস্টান (বেশিরভাগ রোমান ক্যাথলিক) এবং থেরাভাদা-হিনয়না বৌদ্ধ। দেশে অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলমান, বাহাই, সর্বপ্রাণবাদী, আহমদিয়া মুসলিম, অজ্ঞেয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদী রয়েছে। এসব সম্প্রদায়ের অনেকগুলোর অনুসারী সংখ্যা আনুমানিক কয়েক হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে।

অনেক জাতিগত সংখ্যালঘু তাদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করেন এবং প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (সিএইচটি) এবং উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এদের সংখ্যা বেশি। যেমন, ময়মনসিংহের গারোরা মূলত খৃষ্টান, গাইবান্ধার সাঁওতালরাও তাই। বেশিরভাগ বৌদ্ধ সিএইচটি'র আদিবাসী (অবাঙ্গালী) জনগোষ্ঠীর সদস্য। বাঙ্গালী ও জাতিগত সংখ্যালঘু খৃস্টান সম্প্রদায় সারাদেশে বাস করে। তবে বরিশাল জেলার বরিশাল শহর ও গৌরনদী,

গোপালগঞ্জ জেলার বানিয়ারচর, ঢাকা শহরের মনিপুরিপাড়া ও খৃষ্টানপাড়া, এবং গাজীপুর ও খুলনা শহরে এদের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।
সবচেয়ে বড় অ-নাগরিক জনগোষ্ঠী হলো রোহিঙ্গারা, যাদের প্রায় সবাই মুসলমান। জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর হিসাব মতে, দেশে প্রায় ৩৩,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরনার্থী রয়েছে এবং এরা দেশের কক্সবাজার জেলায় দুটি সরকারি উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করে। সরকার ও ইউএনএইচসিআর-এর হিসাব মতে কক্সবাজার জেলায় বার্মা থেকে আসা আরো ৯০০,০০০ থেকে ১,০০০,০০০ রোহিঙ্গা রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রায় ৪৫০ হিন্দু রোহিঙ্গাও রয়েছেন। ২০১৭ সালের আগস্টে বার্মার রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা দেখা দেয়ার পর ৭৩০,০০০-এর মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন।

অধ্যায় ২: ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান

আইনি কাঠামো

সংবিধান অনুযায়ী, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম, তবে রাষ্ট্র হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে।" সংবিধানে আরো উল্লেখ রয়েছে যে রাষ্ট্র কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান করবে না। এতে "আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে" যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকারও দেয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হলে তাঁকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না।

দণ্ডবিধির আওতায়, "ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষমূলক" মনোভাবপ্রসূত যে কোন বক্তব্য বা কর্ম যা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত বা অপদস্থ করে সেগুলো অর্থদণ্ড বা দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার মতো অপরাধ হিসেবে গণ্য। দণ্ডবিধিতে এই নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের সংজ্ঞা না থাকলেও আদালতের ব্যাখ্যায় নবী মোহাম্মদের প্রতি অবমাননাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যপ্রণালী বিধিতে, কোন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বা অন্য কোন প্রকাশনায় "জনগণের মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি বা ধর্মীয় অনুভূতিকে হেয় করে" এমন কোন ভাষা প্রকাশ করা হলে ওই সংবাদপত্রের সকল কপি জব্দ করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। এই আইন অনলাইন প্রকাশনার ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কোন ঘোষিত ব্লাসফেমি আইন না থাকলেও অপারাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের জন্য কর্তৃপক্ষ ফৌজদারি আইনের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের একটি অংশ ব্যবহার করে। সেপ্টেম্বরে পার্লামেন্টে পাস হওয়া

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে "ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিকে আঘাত করে এমন কোন তথ্য" প্রকাশ ও সম্প্রচারকে অপরাধমূলক করা হয়েছে।

নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট এবং ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঠিত হয় এমন সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা সংবিধান রহিত করেছে।
কোন একক উপসনালয়ের জন্য নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। তবে কোন ধর্মীয় গ্রুপ যদি বহুসংখ্যক উপাসনালয় নিয়ে কোন সমিতি গঠনের ইচ্ছা পোষণ করে এবং তারা যদি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশী সাহয়তা গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে এনজিও হিসেবেসে এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো (এনজিওএবি) থেকে অবশ্যেই নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে, বিদেশী সহায়তা গ্রহণ না করা হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। এই আইনে বলা হয়েছে যে এনজিওএবি সকল বিদেশী তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন দেবে ও পর্যবেক্ষণ করবে। আইন লঙ্ঘন করলে, বিদেশী অনুদানের তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা আরোপ অথবা এনজিও বন্ধ করে দেয়াসহ, এনজিওগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবেন এনজিওএবি'র মহা পরিচালক। সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান (তথা, সরকার)'র প্রতি "অবমাননাকর" মন্তব্যের জন্যও এনজিও'গুলোর ওপর দণ্ড আরোপ করা হতে পারে। বিদেশী স্টাফ থাকলে তাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স এজেন্সি, পুলিশের বিশেষ শাখা এবং ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স থেকে অবশ্যই নিরাপত্তা অনাপত্তি নিতে হবে।

ধমীয় সংগঠনের নিবন্ধনের আবশ্যকতা ও প্রক্রিয়া

ধর্ম নিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর নিবন্ধনের আবিশ্যিক শর্ত ও প্রক্রিয়ার মতো একই রকম। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধনকালে প্রয়োজনীয় যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে যে নামে নিবন্ধন করা হচ্ছে একই নামে আর কোন সংগঠন না থাকার প্রত্যয়নপত্র; সংগঠনের বিধিবিধান/সংবিধান; দেশের নিরাপত্তা এজেন্সি থেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে নিরাপত্তা অনাপত্তি; নির্বাহী কমিটি নিয়োগ সভার কার্যবিবরণী; নির্বাহী কমিটি ও সকল সাধারণ সদস্যের একটি তালিকা ও মুখ্য কর্মকর্তাদের ফটোগ্রাফ; কর্ম পরিকল্পনা; সংগঠনের কার্যালয়ের চুক্তি বা লিজের একটি কপি এবং সংগঠনের সম্পত্তির একটি তালিকা; বাজেট; এবং একজন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সুপারিশপত্র।
এনজিওএবি-তে নিবন্ধনের আবশ্যিক শর্ত একই রকম।
বিয়ে, বিয়ে-বিচ্ছেদ ও দত্তক গ্রহণ-সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম, হিন্দু ও খৃস্টানদের আলাদা বিধান রয়েছে। একই ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে এসব আইন বলবৎ করা হয়। মিশ্রবিশ্বাসী পরিবার বা যাদের অন্য বিশ্বাস রয়েছে বা কোন বিশ্বাস নেই তাদের জন্য আলাদা দেওয়ানী পারিবারিক আইন রয়েছে। উভয় পক্ষের ধর্ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইন দ্বারা তাদের বিয়ের আচার ও প্রক্রিয়া পরিচালিত

হয়। একজন মুসলিম সর্বোচ্চ চারটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন তবে তাকে আবার বিয়ে করার আগে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের কাছ থেকে অবশ্যই লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হয়। একজন খৃস্টান শুধু একজন নারীকে বিয়ে করতে পারেন।

হিন্দু পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে। হিন্দুদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েবিচ্ছেদের কোন সুযোগ নেই, যদিও অনানুষ্ঠানিকভাবে বিয়েবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে। হিন্দু আইন অনুযায়ী নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন না। বৌদ্ধরা হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত। বিয়েবিচ্ছেদ হয়েছে এমন কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ আইনগতভাবে পুনরায় বিয়ে করতে পারেন না। অন্যান্য ধর্মের বিয়ে বিচ্ছেদ হওয়া পুরুষ ও নারী এবং যেকোন ধর্মের বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে পারে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বিয়ে অনুমোদিত এবং দেওয়ানী আইনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়। আইনগত স্বীকৃতির জন্য মুসলিম বিয়ে সরকারিভাবে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। দম্পতি বা যে ধর্মগুরু বিয়ের কার্যাদি সম্পন্ন করছেন তিনি তা করবেন; তবে কিছু বিয়ে নিবন্ধন করা হয় না। হিন্দু ও খৃষ্টানদের বিয়ে নিবন্ধন করা ঐচ্ছিক; অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ অনুসরণীয় নির্দেশিকা নিজেরাই স্থির করতে পারেন।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, একজন মুসলিম পুরুষ ইব্রাহিমী বিশ্বাসের যে কোন নারীকে বিয়ে করতে পারেন; তবে, কোন মুসলিম নারী কোন অমুসলিমকে বিয়ে করতে পারেন না। একই আইন অনুযায়ী, একজন বিধবা যদি একমাত্র স্ত্রী হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তার স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবেন, বাকি সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে এভাবে বন্টিত হয় যে প্রত্যেক মেয়ে সন্তান ছেলে সন্তানের অর্ধেক অংশ পায়। বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামীদের চেয়ে স্ত্রীদের অধিকার কম। বিয়ে বিচ্ছেদে আদালতের অনুমোদন লাগে। আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম পুরুষ তার সাবেক স্ত্রীকে তিন মাসের ভরণপোষণ দেবে, তবে এই সুরক্ষা সাধারণত নিবন্ধিত বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; সংজ্ঞা অনুযায়ী অনিবন্ধিত বিয়ে নথিভুক্ত নয় এবং তা প্রমাণ করা কঠিন। আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সবসময়, এমনকি নিবন্ধিত বিয়ের ক্ষেত্রেও ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করে না। ভূমির মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন পারিবারিক বিরোধ ও অন্যান্য দেওয়ানী বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে মুসলিমসহ সকল নাগরিকের জন্য বিকল্প সমাধানের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সালিশের ব্যবস্থা করতে আইনজীবীদের বাছাই করা এবং এর ফলাফল আদালতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধর্মীয় অনুশীলন সম্পর্কিত বিষয়ের সমাধানে মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ফতোয়া জারি করতে পারেন, তবে স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা তা পারবেন না। ফতোয়া যেমন শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না, তেমনি তা বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ আইনকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না।

সকল সরকার-স্বীকৃত স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পাঠ্যক্রমের অংশ। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর এই বাধ্যবাধকতা নেই।

মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় পাঠ গ্রহণ করে থাকে, যদিও শিক্ষকরা সবসময় শিক্ষার্থীদের মতো একই বিশ্বাসের অধিকারী হননা।
কারাবিধিতে কয়েদীদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে, উৎসবের দিনগুলোতে উন্নতমানের খাবার গ্রহণ বা ধর্মীয় কারণে উপবাসের অনুমতি রয়েছে। আইনে কয়েদীদের নিয়মিত ধর্মগুরুর কাছে যেতে পারা বা নিয়মিত ধর্মীয় আচার প্রতিপালনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি, তবে তাদের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। কারা কর্তৃপক্ষকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে তার বিশ্বাসের একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে তার কাছে হাজির করতে হয়।

২০০১ সালের একটি আইন অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে ঘোষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি তাদেরকে ফেরত দিতে পারে। অতীতের আইনে শত্রু ঘোষিত বেশিরভাগ ব্যক্তি ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। অতীতে কর্তৃপক্ষ, মূলত ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু ধর্মীয় গ্রুপ, বিশেষ করে হিন্দুদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এটা ব্যবহার করেছে। দেশটি দেওয়ানী ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট-এর একটি পক্ষ।

সরকারি রীতি

মার্চে পুলিশ, ২০১৬ সালে ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারির হত্যাকাণ্ড নিয়ে মামলার তদন্ত শেষ করে বিচারকার্যের জন্য অভিযোগপত্র দিয়েছে। ওই ঘটনায় নিহত ২২ জনের বেশিরভাগ অমুসলিম। হামলাকারীরা অমুসলিমদের আলাদা করার পর চাপাতি ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করে। আগস্টে ঢাকার একটি আদালত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ করে। বছরের শেষ নাগাদ হামলাকারীদের ছয়জন কারাগারে ছিলো, আরো দুইজন দেশ থেকে পালিয়ে যায়। বছরের শেষ পর্যন্ত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম অব্যাহত ছিলো।

২০১৬ সালে চাপাতি দিয়ে হামলা চালিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে হত্যার জন্য বিচারকরা পাঁচ সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে ৮ মে তারিখে দণ্ড ঘোষণা করেন। এদের দুই জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। বিচারক এনতাজুল হক জানান যে পাঁচ সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী সংগঠন জামায়েতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত, এই জঙ্গি ইসলামিক গ্রুপটি জামাত-উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা আএসআইএস-বি নামেও পরিচিত, যাকে সরকার নিষিদ্ধ করেছে। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা জানান

যে সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ড হলো গত তিন বছর ধরে সেক্যুলার বিশ্বাস লালনকারী অনেকের উপর হামলার একটি।

সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ছয় জন ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার, অনলাইন এক্টিভিস্ট, লেখক, ও প্রকাশক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এখনো অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। বছরের শেষ পর্যন্ত পুলিশ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি।

নাস্তিক ব্লগার অভিজিৎ রায়কে হত্যার সঙ্গে জড়িত তিন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম বছরের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। ২০১৭ সালে পুলিশ জানায় যে তারা আবু সিদ্দিক সোহেল নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে, যে ২০১৫ সালে ধর্মীয় চরমপন্থার সমালোচক ব্লগার অভিজিৎ রায়কে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। ২০১৭ সালে পুলিশ আরো জানায় যে তারা রায় হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট আরাফাত রহমান ও মোজাম্মেল হোসেন নামে দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। ঢাকা বই মেলা থেকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফেরার সময় বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিক রায়কে চাপাতিসজ্জিত ঘাতকরা হত্যা করে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, পুলিশ রায় হত্যাকাণ্ডে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের জড়িত থাকার সন্দেহ করছে, যাকে একিউআইএসের সহযোগী ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন বলে দাবি করা হয় – সংগঠনটি অন্যান্য সহিংসতার জন্যও অভিযুক্ত এবং সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। একজন পুলিশ কর্মকর্তা রহমানকে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করে। রহমান আরো চার ধর্মনিরপেক্ষ এক্টিভিস্টকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে সংবাদপত্রের খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, ৩০ মার্চ জামালপুর জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ৮০ জনের মতো সশস্ত্র সদস্য একটি আহমদিয়া মসজিদে গিয়ে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর হামলা চালিয়ে ২২ আহমদিয়াকে আহত করে। আহমদিয়া মুসলিম ইমাম এসএম আসাদুজ্জামান রাজিব জানান মাদারগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মুনিরুল ইসলাম মুনির এই হামলার উস্কানীদাতা। পুশিল ঘটনায় হস্তক্ষেপ করলে উভয় পক্ষ আরো সহিসংতা চালানো থেকে বিরত থাকতে রাজি হয়। আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা জানান, এই হামলা জামালপুর জেলার মুসলিম সম্মেলনের ওয়াজ মাহফিলের (ধর্মীয় আলোচনা) নেতারা দেশকে একটি মৌলবাদী ও জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করতে সদস্যদের উস্কানী দেয়ার ফল।

বছরের শেষ পর্যন্ত, সরকার ২০১৬ সালে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও গুলিবর্ষণে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ৭০টি সাঁওতাল খৃস্টান পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান ও অন্যান্যভাবে সহায়তা করার কথা জানায়। হামলায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও আইনপ্রয়োগকারী সদস্যরা জড়িত ছিলো

বলে অভিযোগ রয়েছে। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, বছরের শেষ নাগাদ, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ওই ঘটনায় জড়িত বলে কথিত ক্ষমতাসীন দলের একজন সংসদ সদস্য ও একজন স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি। ২০১৬ সালের হামলায় তিন সাঁওতাল খৃস্টান নিহত হয়; ২০১৭ সালে, হাইকোর্টের একটি আদেশ মেনে, সরকার গাইবান্ধা জেলার পুলিশ সুপারইন্টেনডেন্ট ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পুরো পুলিশ বাহিনীকে সরিয়ে দেয়। ২০১৭ সালে এই মামলায় অভিযুক্ত ৩৩ জনের একজন এবং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, শাহ আলমকে পিবিআই সদস্যরা গ্রেফতার করে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানায় যে, সরকারের দীর্ঘদিনের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নেতারা, প্রায়ই স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মিলে, অনুমিত "নৈতিক অপরাধ", যেমন যেমন ব্যভিচার এবং অন্যান্য অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য মানুষজনকে শাস্তি দিতে বিচারবহির্ভূত ফতোয়া ব্যবহার করে। এদের বেশিরভাগ শিকার হন নারীরা। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মানবাধিকার সংগঠন আইন-ও-শালিস কেন্দ্র ফতোয়া ব্যবহার করে শাস্তি দেয়ার সাতটি ঘটনা নথিভুক্ত করে, যার মধ্যে সামাজিকভাবে একঘরে করা, বেত্রাঘাত, এবং জোরপূর্বক অন্তবর্তীকালীন বিয়ে দেয়া (কোন দম্পতির পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য স্ত্রী একজন নতুন "অন্তবর্তীকালীন" স্বামীকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিয়ে করেন এবং এরপর তালাক দেন)। ২০১৭ সালে এ ধরনে ১০টি ঘটনা ঘটে। ২০১৬ সালে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে কথিত নৈতিক স্খলনের জন্য এক পুরুষ ও এক মহিলাকে বিচারবহির্ভুত শাস্তি প্রদানের সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানাতে ২০১৭ সালে হাইকোর্ট একটি স্থানীয় সরকার পরিষদকে নির্দেশ দেয়। বছরের শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নতুন আর কিছু জানা যায়নি।

অক্টোবর মাসে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা খাগড়াছড়ি জেলায় একটি বৌদ্ধ মঠ ও মূর্তি ভাংচুর করে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, কাঠামোগুলো ধ্বংসের সময় কোন প্রত্যক্ষদর্শী উপস্থিত ছিলো না; তবে, সম্প্রদায়ের সদস্যরা বলছেন স্থানীয়রাই এই ধ্বংসের জন্য দায়ী। সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে স্থানীয় সরকার প্রশাসন জানিয়েছে মঠ ও মূর্তি পুনর্নির্মাণ করে দেয়া হবে। সেনাবাহিনী মঠ পুনর্নির্মাণ কাজের তদারকি করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন এই ঘটনার নিন্দা এবং দুর্বৃত্তদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানায়। এ নিয়ে বছরের শেষ পর্যন্ত পুলিশি তদন্ত অব্যাহত ছিলো।

বেশিরভাগ মসজিদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া স্বাধীনভাবে পরিচালিত হলেও এগুলোর ইমামদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষেত্রে সরকার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বজায় রাখে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোরআনের আয়াত ও নবী মোহাম্মদের বাণী

উল্লেখ করে লিখিত নির্দেশনা জারির মাধ্যমে সারাদেশে ইমামদের দেয়া খুতবার বিষয়বস্তুর কিছু দিকের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা বলেন সকল মসজিদে ইমামগণ সরকারি নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন খুতবা সাধারণত পরিহার করেন।

বছরের শুরুতে, সরকার আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনকে কক্সবাজারে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিবন্ধন দেয়। ২০১৭ সালে আরো যে দুটি ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংগঠন, মুসলিম এইড বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিলিফ, কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ত্রাণ কাজ করতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছিলো, সেগুলো সারা বছর নিষিদ্ধ ছিলো। ২০১৭ সালে, সংসদ সদস্য মাহজাবিন খালেদ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন যে, "এরা ত্রাণ প্রচেষ্টার আড়ালে আরো কিছু করছে বলে মনে হয়।"

সরকার ভারতের টেলিভিশন-ভিত্তিক ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েক'র পিস টিভি বাংলা সম্প্রচার বন্ধ অব্যাহত রেখেছে, এটি চরমপন্থী মতবাদের বিস্তার ঘটায় বলে উল্লেখ করা হয়, এবং "পিস স্কুল"গুলো বন্ধ করে দেয়, এগুলোতে তার শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে বলে সরকার জানায়।

হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন মিডিয়া বা ব্লগে নেতিবাচক কিছু লেখা হচ্ছে কিনা তা খুঁজে বের করে দেশে ধর্মীয় সংহতি বজায় রাখতে সহায়তার করার ঘোষিত উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারি মিডিয়া মনিটরিং সেলের কাজ অব্যাহত ছিলো।
ভূমি মন্ত্রণালয় জানায়, কর্তৃপক্ষ এই বছরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তন আইনে দায়ের করা ১১৮,১৭৩ সম্পত্তি প্রত্যর্পন মামলার মধ্যে ১৫,২২৪টি নিস্পত্তি করেছে। এসব রায়ে, প্রধানত হিন্দু মালিক, ৭,৭৩৩টি মামলায় জয়ী হয়ে ৮,১৮৭.৫ একর জমি উদ্ধার করেছে। বাকি ৭,৪৯১টি মামলায় সরকার জিতেছে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, অধিকার কর্মী, ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ (বিএইচবিসিইউসি), সংশ্লিষ্ট আইনের বলে আটক করা ভারতে চলে যাওয়া হিন্দুদের জমি ধীর গতিতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিচারিক অদক্ষতা ও সরকারের সাধারণ উদাসীনতাকে দায়ি করে।
ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অব্যাহতভাবে জানায়, ধর্মীয় শিক্ষা ক্লাসে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও সংখ্যালঘু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে কখনো কখনো সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মশিক্ষা ক্লাসে অংশ নিতে পারেনি। এসব ক্ষেত্রে, স্কুল কর্মকর্তারা সাধারণত ওই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের সময়সূচির বাইরে স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক বা অন্যদের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা ক্লাস আয়োজনের অনুমতি দেন এবং কখনো কখনো ওইসব শিক্ষার্থীকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়।

জুন ২০১৮-জুলাই ২০১৯ মেয়াদে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য ধর্মমন্ত্রণালয়ের ১১.৬৮ বিলিয়ন টাকা (১৩৯.০৫ মিলিয়ন ডলার)'র বাজেট ছিলো। এর মধ্যে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ধর্মীয় সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য ৯.২১ বিলিয়ন টাকা (১০৯.৬৪ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ ছিলো। সরকার ধর্মমন্ত্রণালয় পরিচালিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে ৮.২৪ বিলিয়ন টাকা (৯৮.১ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ দিয়েছে, যা মোট উন্নয়ন তহবিলের ৯৮.১০ শতাংশ। মোট উন্নয়ন বরাদ্দের মধ্যে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট ৭৮০.৮ মিলিয়ন টাকা (৯.৩ মিলিয়ন ডলার) এবং বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ৩৭.৫ মিলিয়ন টাকা (৪৪৬,০০০ ডলার) পায়। ২০১৮-১৯ সালের বাজেট থেকে খৃস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট কোন উন্নয়ন তহবিল না পেলেও তারা তাদের অফিস পরিচালনার জন্য ২.৮ মিলিয়ন টাকা (৩৩,৩০০ ডলার) পেয়েছে।

এপ্রিলে সরকার প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় মাদ্রাসা নির্মাণের প্রকল্পে জন্য প্রায় ৭৬ বিলিয়ন টাকা (৯০৪.৭৬ মিলিয়ন ডলার) তহবিল প্রদানের কথা ঘোষণা করে। দুই বছর মেয়াদি এই প্রকল্পে ৩০০ পার্লামেন্ট সদস্যের প্রত্যেকে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবন নির্মাণের জন্য তহবিল পাবেন। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকায় মাদ্রাসাকাঠামোর জীর্ণ অবস্থা উল্লেখ করলে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বেশকিছু সংবাদপত্র ও থিংক ট্যাংক এই প্রকল্পের সমালোচনা করে বলে যে এ ধরনের প্রকল্পে সরকারি তহবিল ব্যবহার ছিলো ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ভোটারদের প্রভাবিত করতে ধর্মকে কাজে লাগাতে সরকারের একটি রাজনৈতিক কৌশল।

সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাতে আওয়ামী লীগের পক্ষে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রধান শাহ আহমেদ শফি'র সভাপাতিত্বে আয়োজিত কওমী মাদ্রাসার সমাবেশে যোগ দিতে পারেন সেজন্য সরকার নভেম্বরে শিক্ষার্থীদের জাতীয় পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়। হেফাজতে ইসলাম হলো মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে গঠিত একট স্ব-সংজ্ঞায়িত ইসলামপন্থী এডভোকেসি গ্রুপ। পত্রিকার খবরে বলা হয়, ২০১৭ সালে সরকার কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হেফাজতে ইসলাম সমাবেশের আয়োজন করে। কাওমী মাদ্রাসা হলো স্বাধীন কমিউনিটি মাদ্রাসা যাদের নিজস্ব পরিচালনা বোর্ড রয়েছে এবং এগুলোকে সরকার পরিচালিত মাদ্রাসা থেকে অধিকতর রক্ষণশীল মনে করা হয়।

সেপ্টেম্বরে ডেইলি স্টার পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করে এবং ভবনের প্রয়োজনীয় পারমিট ছাড়াই, স্থানীয় একটি শিক্ষক সমিতি, টাঙ্গাইল জেলায় একটি হিন্দু মন্দির ও আশপাশের জমি দখল করার পেছনে সরকারের সংশ্লিষ্টতা ছিলো।

রিপোর্টে বলা হয়, ওই সমিতি মন্দিরের জায়গায় একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করতে চেয়েছে যা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে বলে সম্প্রদায়ের অনেকে জানিয়েছেন। ডেইলি স্টারের রিপোর্টে বলা হয় জানুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের একটি আদালত ওই নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়, কিন্তু প্রকল্পটিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে মন্দিরের জায়গায় নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে বলে পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়।

হিন্দু, খৃস্টান, এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য, যারা অনেক সময় জাতিগত সংখ্যালঘু, তারা বেশ কিছু সম্পত্তি ও ভূমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ এবং সরকার সংশ্লিষ্টতায় উচ্ছেদসহ বলপূর্বক উচ্ছেদ, অনিষ্পন্ন থাকার কথা জানায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংঘগুলো জানায়, নতুন সড়ক বা শিল্প উন্নয়ন জোনের কাছাকাছি এমন এলাকা যেখানে সম্প্রতি জমির দাম বেড়ে গেছে, সেখানে এ ধরনের বিরোধ সংঘটিত হয়। তারা আরো বলেছে, স্থানীয় পুলিশ, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা কখনো কখনো আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সম্পত্তি দখলে সহায়তা করে অথবা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এমন সম্পত্তি দখলবাজদের বিচারের হাত থেকে রক্ষা করে। অধিকার-সহ কিছু মানবাধিকার সংগঠন, এসব বিরোধের অনেকগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ হিসেবে ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য প্রতিকূল সরকারি নীতি নয়, বরং বিচারিক ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিপত্তির অভাবকে দায়ি করে।

ধর্মীয় অধিকার গ্রুপগুলো জানায়, এপ্রিলে বাগেরহাট জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের রাজনীতিকরা একটি খৃস্টান পরিবারের এক একর জমি অধিকার ও অবৈধভাবে দখল করে। দায়ি বলে অভিযুক্তরা অবৈধ অধিকার ও দখল গোপন করতে ওই জমির একটি অংশ স্থানীয় স্কুলকে দান করে, এবং তারা কথিত দুবৃত্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হলে পরিবারটির সদস্যদের শারীরিক ক্ষতি করার হুমকি দেয়। নাগরিক সমাজের সদস্যরা কথিত অবৈধ অধিকার ও দখলের জন্য জমিটি নিয়ে পরিবারের বিবদমান সদস্যদের মধ্যে ১৯৮৪ সাল থেকে ঝুলে থাকা একটি মামলাকে দায়ি করেন, দখলকারীরা যার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

সরকার সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এমন ধর্মীয় স্থান, উৎসব ও আয়োজন স্থল যেমন: হিন্দুদের উৎসব দুর্গাপূজা, খৃস্টানদের ছুটির দিন ক্রিসমাস ও ইস্টার, বৌদ্ধদের উৎসব বৌদ্ধপূর্ণিমায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন অব্যাহত রেখেছে। ধর্মীয় এ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলো জানায়, বার্মার রাখাইন রাজ্যে মূলত মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ও বেসামরিক জনগণের এ্যাকশনের সম্ভাব্য প্রতিশোধের আশংকায় সরকার চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বৌদ্ধ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা

করেছে। কোন হামলা হয়নি।
প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টানদের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব স্মরণে প্রেসিডেন্ট সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত রেখেছেন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্মান জানানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

অধ্যায় ৩: ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সমাজের অবস্থা

জুনে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা লেখক ও স্বঘোষিত এক্টিভিস্ট শাহজাহান বাচ্চুকে হত্যা করে। নিরাপত্তা বাহিনী জানায়, সেক্যুলার বিশ্বাস ও লেখার জন্য পরিচিত ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক নেতা বাচ্চু 'ইসলাম অবমাননা' করার কারণে আল-কায়দা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (একিউআইস)'র সঙ্গে সম্পৃক্ত তাকে হত্যা করে থাকতে পারে।

পত্রিকার খবরে বলা হয়, ৬ মার্চ পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলায় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা হিন্দু পুরোহিত হারাধন ভট্টাচার্য্যকে হত্যা করে এবং তার ভাইপোর বাড়ি থেকে সোনা ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। পত্রিকার খবরে বলা হয়, হিন্দু-বিরোধী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরা পুরোহিতকে হত্যা করতে পারে বলে আইন প্রয়োগকারীরা মনে করেন। পত্রিকার খবরে বলা হয়, একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান তিনি একজন বোরকা পরা তরুণীকে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন। বছরের শেষ পর্যন্ত এই মামলার তদন্ত অব্যাহত ছিলো।

বাংলাদেশ খৃস্টান সমিতি জানায়, ১৩ ফেব্রুয়ারি ভাটারা এলাকায় প্রায় ৩০ জনের মতো মুসলমান একটি খৃস্টান পরিবারের বাড়িতে হামলা করে এবং পরিবারটি জমি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা দখল করার চেষ্টা চালায়। সমিতির নেতারা জানান খৃস্টান পরিবারটির তিন জন সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশ বছরের শেষ পর্যন্ত এই মামলার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

আইন প্রয়োগকারীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ২০১৬ সালে হিন্দু ব্যক্তি, বাড়ি ও মন্দিরের উপর হামলার ঘটনায় আটটির মধ্যে একটির তদন্ত শেষ করে। বছরের শেষ নাগাদ, প্রায় ২২৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং মামলাটি বিচারাধিন ছিলো। হামলাকারীরা ১০০ জনের বেশি মানুষকে আহত এবং ৫২টি হিন্দু বাড়ি ও ১৫টি মন্দির ভাংচুর করে। মক্কার কাবা ঘরের ছবির উপর হিন্দু দেবতাকে বসিয়ে এক হিন্দু অধিবাসীর ফেসবুকে পোস্ট দিলে তার জের ধরে ওই হামলা চালানো হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানায় ওই এলাকা থেকে হিন্দুদেরকে তাড়িয়ে তাদের জমিজমা দখলের উদ্দেশ্যে ওই হামলা সাজানো হয়। হামলায় জড়িত সন্দেহে আটক ১০৪ ব্যক্তির

মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাইকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে।
অধিকার জানায়, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা তাদের সম্পত্তির উপর হামলার ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত ও ৩৪ জন আহত হয়েছে, ২০১৭ সালে এমন ঘটনায় কেউ মারা যায়নি, তবে সাতজন আহত হয়েছে। হামলাকারীরা ৪৯টি মূর্তি, আশ্রম বা মন্দির ধ্বংস করেছে, ২০১৭ সালে ১২টি বাড়ি ধ্বংস করা হয়। এসব ঘটনার পেছনে উদ্দেশ্য প্রায়ই অস্পষ্ট ছিলো। কয়েকজন এনজিও প্রতিনিধি বলেন দায়মুক্তি বৃদ্ধির কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও তাদের সম্পত্তির উপর হামলা হতে পারে। বিএইচবিসিইউসি আলোচ্য বছরে সংবাদপত্র থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুসহ অধিকার লঙ্ঘনের ৮০৬টি ঘটনার খবর সংগ্রহ করেছে, ২০১৭ সালে ৩৮০টি এ ধরনের ঘটনা ঘটে। এগুলোর মধ্যে হত্যা, হত্যাপ্রচেষ্টা, হত্যার হুমকি, আঘাত, ধর্ষণ, অপহরণ এবং বাড়িঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও উপসনাস্থলে হামলার ঘটনা রয়েছে। বিএইচবিসিইউসি জানায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো জমি দখল, চুরি বা চাঁদাবাজী।
দি হিন্দু পোস্ট পত্রিকা জানায়, আলোচ্য বছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৩৩৮টি হেইট ক্রাইম সংঘটিত হয়েছে। হেইট ক্রাইমের মধ্যে হত্যা ও ধর্ষণসহ শারীরিক হামলা এবং সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পদ ধ্বংস থাকলেও শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, মে মাসে মানিকগঞ্জ উপজেলার ঘিওর উপজেলায় একটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসবে যাওয়ার সময় পঞ্চম শ্রেনীর এক হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসী, জনি মিয়া, হিন্দু মেয়েটিকে ফুসলিয়ে একটি খোলা কৃষি মাঠে নিয়ে যায়, সেখানে তার আরো দুই দোসর রুবেল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম যোগ দেয়, তিনজন মিলে মেয়েটিকে ধর্ষণ করতে শুরু করে। এসময় স্থানীয় অধিবাসীরা তিন দুষ্কৃতকারীকে আটক করলেও শিগগিরই তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। পত্রিকার খবরে বলা হয়, স্থানীয় এক ইউনিয়ন কাউন্সিল (পরিষদ) সদস্য, মুজিবুর রহমান, ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারকে চুপ থাকতে রাজি করানোর চেষ্টা করে এবং পরিবারটিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রায় ১,২০০ ডলার দিতে চায়। ক্ষতিগ্রস্তের পরিবার অস্বীকার করলে রহমান ও অন্যরা পরিবারটিকে হুমকি দেয়। ক্ষতিগ্রস্তের ভাই অভিযুক্ত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। মামলাটি চুপিসারে নিষ্পত্তি করতে চাওয়ার কথা স্বীকার করে রহমান বলেন, “মেয়েটি ছোট এবং ভিন্ন ধর্মের হওয়ায় আমরা বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছি।”

বার্মায় মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বার্মিজ বৌদ্ধদের দুর্ব্যবহারের কারলে স্থানীয় মুসলমানরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে বলে কিছু বৌদ্ধ অব্যাহত আশংকা প্রকাশ করে; তবে আলোচ্য বছরে এমন ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। ২০১৭ সালে গঠিত বাংলাদেশ ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ফোরাম ঘোষণা করে যে তারা বছরটিতে বৌদ্ধ বন্ধের দিনগুলো প্রকাশ্যে উদযাপন করবে। ২০১৭ সালে, ফোরামটি রোহিঙ্গা ত্রাণ

তৎপরতায় দান করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব প্রকাশ্যে উদযাপন কমিয়ে দেয়। এনজিওগুলো সিএইচটিতে মূলত জমির মালিকানা নিয়ে মুসলিম বাঙ্গালী বসতিস্থাপনকারী এবং আদিবাসী গ্রুপগুলোর সদস্য, প্রধানত বৌদ্ধ, হিন্দু ও খৃস্টানদের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত থাকার কথা জানায়। কাপিং ফাউন্ডেশন জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সিএইচটিতে ৭০টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা রেকর্ড করে। এসব লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, বেআইনি উচ্ছেদ, নির্বিচারে গ্রেফতার, যাতে মূলত বৌদ্ধরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে খৃস্টান ও হিন্দুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্তপ্রণয়ন ও ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে ২০১৭ সালে আইনের সংশোধনী আনার মাধ্যমে সরকার আদিবাসী অমুসলিমদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে এমন ভূমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করেছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কয়েকজন সদস্য জানান, পদ্ধতিগত সমস্যা তাদের সম্পত্তি নিয়ে অনেক বিরোধ নিষ্পত্তি বিলম্বিত করেছে। অক্টোবরে ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিএইচটিতে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখতে প্রকাশ্যে আহ্বান জানান।

অধ্যায় ৪: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি ও সংশ্লিষ্টতা

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার গুরুত্বের উপর জোর দিতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক এ্যাম্বাসেডর এট লার্জ, এবং দূতাবাসের স্টাফরা প্রধানমন্ত্রীর দফতর, ধর্মমন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণমন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারা ধর্ম, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহিংস চরমপন্থার মধ্যে ইন্টারফেস এবং নিরাপত্তা নীতিতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অন্যান্য মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মান জানানো, সমাজে সংখ্যালঘু ধর্মগুলোকে অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব এবং চরমপন্থী হামলা থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রদানের উপর জোর দিয়েছেন।

২০১৭ সালের আগস্ট থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বার্মা থেকে পালিয়ে আসা মূলত মুসলিম জাতিগত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৩৪৫ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে।

বার্মা থেকে দেশটিতে প্রবেশ করা প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গার সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য, এপ্রিলে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক এ্যাম্বাসেডর এট লার্জ ও দূতাবাস স্টাফরা সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। রাষ্ট্রদূত, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক এ্যাম্বাসেডর এট লার্জ এবং দূতাবাসের অন্য কর্মকর্তারা কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির ও অস্থায়ী বসতিগুলো পরিদর্শন করে সরাসরি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনেন। বিভিন্ন বিশ্বাসের ধর্মীয় নেতারা বলেছেন তারা এ্যাম্বাসেডর এট লার্জের সফরে

উৎসাহিত হয়েছেন এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও আন্ত:বিশ্বাস সহযোগিতা জোরদারে এর গুরুত্ব রয়েছে।
কম্যুনিটি পুলিশিং প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দূতাবাস ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতে আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করেছে।
ধর্মীয় গ্রুপগুলোর মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে দূতাবাস কর্মকর্তারা প্রকাশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। দূতাবাস কর্মকর্তারা বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি ধর্মীয় উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং যোগ দিয়েছেন এবং এসব অনুষ্ঠানে সহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্মানের গুরুত্বের উপর জোর দেন। এ ধরনের সকল অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ও অন্য দূতাবাস কর্মকর্তারা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব ও বৈচিত্রের প্রতি সম্মানের উপর জোর দিয়েছেন।
ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা জোরদারে দূতাবাস বছর জুড়ে সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারণা চালিয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা দিবস স্মরণে, ১৬-১৯ জানুয়ারি, দূতাবাস তিন দিনব্যাপী সামাজিক গণমাধ্যম প্রচারণা চালিয়েছে। ফেসবুকে এই প্রচারণা ২৩০,০০০ জনেরও বেশি ব্যক্তির কাছে পৌঁছে এবং দেশে বিদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা জোরদার ও সুরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অঙ্গীকারের প্রতি গুরুত্ব দিতে জুমা মোবারক (শুক্রবার দুপুরের নামাজ)-এর ব্যাপারে সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। এপ্রিলে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক এ্যাম্বাসেডর এট লার্জ কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির পরিদর্শনে গিয়ে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেন, এই পরিদর্শনের ফটোগ্রাফ দূতাবাসের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়েছে। জুলাইয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত প্রথম মিনিস্ট্রিয়াল টু এডভান্স রিলিজিয়াস ফ্রিডমে বাংলাদেশের ধর্মীয় নেতাদের ফটোগ্রাফ, দূতাবাস তার সামাজিক গণমাধ্যম প্লাটফর্মে পোস্ট করে।
দূতাবাস এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্য কর্মকর্তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত এবং তাদের সুরক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

দূতাবাস কর্মকর্তারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ খৃস্টান সমিতি, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খৃস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, এপস্টলিক নানসিও, ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন, বাংলাদেশ প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন কমিটি, বাংলাদেশ কঠিন চীরব দানুষ্ঠান উদযাপন কমিটি, ঢাকার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ মঠ এবং আগা খান ফাউন্ডেশনসহ বিস্তৃত পরিসরে ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাত করেছেন। দূতাবাস কর্মকর্তারা কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ও অস্থায়ী বসতিগুলোতে বেশ কয়েকবার সফরকালে একদল রোহিঙ্গা ইমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। এসব বৈঠকে, দূতাবাস এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা ও বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধিরা দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থা নিয়ে আলোচনা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব

নিয়ে আলোচনা করেন।
দূতাবাস কর্মকর্তারা ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ ব্যাপক পরিসরে মানবাধিকার উদ্বেগগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য ১১টি বিদেশী মিশনের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাত করেছেন।

***